নির্ভরযোগ্য হাদীসে বর্ণিত

সকাল-সন্ধ্যার মাসনূন যিকর

মাওলানা আবু উবাইদা হাফিজাহুল্লাহ

সঙ্কলন	**মাওলানা আবু উবাইদা হাফিজাহুল্লাহ**
সমপাদনা	সলিহ আলগাযী
টেলিগ্রাম	salihalgazi
ফেসবুক	salihalgazi
প্রকাশকাল	২যিলকদ ১৪৪৭ হিজরী
গ্রন্থস্বত্ব	সলিহ আলগাযী
ইমেইল	

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি আমাদের যিকর ও স্মরণের মাধ্যমে অন্তরের প্রশান্তি দান করেছেন। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক মানবতার মুক্তির দিশারি, প্রিয় নাবী হযরত মুহামমাদ সল্লল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর, যিনি আমাদের দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়ে গেছেন।

একজন মুমিনের আত্মিক শক্তির প্রধান উৎস হলো মহান আল্লাহর যিকর। বিশেষ করে সকাল ও সন্ধ্যার নির্দিষ্ট যিকরগুলো

কেবল সাওয়াব অর্জনের মাধ্যমই নয়, বরং এগুলো শাইতনের কুমন্ত্রণা, দুনিয়াবি বিপদ-আপদ এবং মানসিক অস্থিরতা থেকে বাঁচার এক মজবুত দুর্গ।

বর্তমান ডিজিটাল যুগে মানুষের জীবন যেমন গতিময় হয়েছে, তেমনি বেড়েছে ব্যস্ততা। সেই ব্যস্ততার মাঝেও যেন মহান আল্লাহর যিকর থেকে আমরা বিচ্যুত না হই, সেই লক্ষ্যেই আমরা 'সকাল-সন্ধ্যার মাসনূন যিকর' বইটিকে ইবুক আকারে আপনার স্মার্টফোন বা ডিভাইসে পৌঁছে দিচ্ছি। আমরা চেষ্টা

করেছি এই সংকলনটিকে পাঠকবান্ধব ও নির্ভুল করতে:

- ✓ প্রতিটি যিকর ও দুআ সরাসরি কুরআন এবং সহীহ হাদীস থেকে চয়ন করা হয়েছে।
- ✓ প্রতিটি আমালের গুরুত্ব বোঝাতে সংশ্লিষ্ট হাদীসের রেফারেন্স ও ফাদীলাত উল্লেখ করা হয়েছে।
- ✓ ফন্ট এবং লেআউট এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যেন ছোট

পর্দাতেও পড়তে চোখের ওপর চাপ না পড়ে।

প্রযুক্তির এই নিয়মাতকে আমরা যেন আত্মিক উন্নতির কাজে লাগাতে পারি, সেই উদ্দেশ্যেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। আমরা আশা করি, এই ইবুকটি আপনার প্রতিদিনের পথচলায় এক অপরিহার্য সঙ্গী হবে।

বইটি আপনার ভালো লাগলে বা কোনো পরামর্শ থাকলে আমাদের ইমেইল বা সোশ্যাল মিডিয়া পেজে জানাতে ভুলবেন না। আল্লাহ আমাদের এই কাজটিকে কবুল করুন এবং একে

পরকালীন নাজাতের ওয়াসিলা বানিয়ে দিন। আমিন।

বিনীত,

সলিহ আলগাযী

২ যিলকদ ১৪৪৭ হিজরী

দুটিকথা

আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান সমপদ হলো আমাদের ঈমান ও সলিহ আমাল। আর সবচেয়ে বড় দুশমন হলো শাইতন। শাইতন প্রতি মুহূর্তে তার সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগ করছে, কীভাবে আমাদেরকে ঈমানহারা করতে পারে, কীভাবে সলিহ আমাল থেকে দূরে রাখতে পারে, কীভাবে আমাদের জান-মালের ক্ষতি করতে পারে। তার হাত থেকে বাঁচার একটাই উপায়। তা হলো সর্ব শক্তিমান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার আশ্রয়।

কুরআন-হাদীসে বর্ণিত দুআ ও যিকরসমূহের মাধ্যমে আমরা সেই আশ্রয়

লাভ করতে পারি। এর মাধ্যমে আমরা পেতে পারি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা।

দুআ ও যিকরের প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য কিতাব 'হিসনুল মুসলিম' থেকে ফারয নামায পরবর্তী দশটি যিকর, সকাল-সন্ধ্যার তেইশটি যিকর এবং সব সময় পড়া যায় এমন বারটি যিকর কোনরূপ পরিবর্তন করা ছাড়া এখানে সঙকলন করা হয়েছে। তবে সকাল-সন্ধ্যার যিকরগুলোর মধ্যে একবার পড়তে হয় এমন যিকরগুলোকে সবার আগে আনা হয়েছে। এরপর ধারাবাহিকভাবে তিনবার, চারবার, সাতবার ও দশবারের

যিকরগুলোকে আনা হয়েছে। একশবার পড়তে হয় এমন যিকরগুলোকে একদম শেষে রাখা হয়েছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য সবগুলো যিকর করা এবং মুখস্থ রাখা যেন সবার জন্য সহজ হয়। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে নিয়মিত এ যিকরগুলো করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

মাওলানা আবু উবাইদা হাফিজাহুল্লাহ

الأذكار بعد الصلوات المكتوبة

প্রত্যেক ফরয নামাযের পর যিকর

এক :

أَسْتَغْفِرُاللَّهَ، أَسْتَغْفِرُاللَّهَ، أَسْتَغْفِرُاللَّهَ

সহীহ মুসলিম : ৫৯১

দুই :

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ.

সহীহ মুসলিম : ৫৯১

তিন : (তিনবার)

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

সহীহ বুখারী : ৬৪৭৩

চার :

اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ.

সহীহ বুখারী : ৮৪৪; সহীহ মুসলিম : ১২২৫

পাঁচ :

لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الكَافِرُونَ .

সহীহ মুসলিম : ১২৩০

ছয় : আয়াতুল কুরসী

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَه مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِه

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِه اِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَا يَـُٔوْدُه حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ.

ফাদীলাত : রসূলুল্লাহ সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ قَرَأَ آيةَ الكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ لَمْ يَمْنَعْه مِنْ دُخُولِ الجَنَّةِ إلَّا أنْ يَمُوْتَ .

কেউ প্রত্যেক (ফারয) নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পড়লে তার জান্নাতে প্রবেশের জন্য মৃত্যু ছাড়া আর কোনো বাধা থাকে না। নাসায়ী, আমালুল ইয়াওম ওয়াল লাইলাহ : ১০০

সাত : সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস (একবার)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّه كُفُوًا اَحَدٌ.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ.

সুনানে আবূ দাউদ : ১৫২৩; জামে তিরমিযী : ২৯০৩

আট : سُبْحَانَ اللَّهِ (৩৩ বার) **الْحَمْدُ لِلَّهِ** (৩৩ বার) **اللَّهُ أَكْبَرُ** (৩৩ বার)

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (একবার)

ফাদীলাত : রসূলুল্লাহ সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক (ফারয) নামাযের পর এই আমালটি করবে তার সকল (সগীরা) গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। যদিও তা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয়। সহীহ মুসলিম : ৫৯৭

নয় : (ফজর ও মাগরিব বাদ দশ বার)

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

জামে তিরমিযী : ৩৪৭৪; মুসনাদে আহমদ : ১৭৯৯০

দশ : (ফাজরের সালাম ফিরানোর পর একবার)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْماً نافِعاً، وَرِزْقاً طَيِّباً، وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً.

সুনানে ইবনে মাজাহ : ৯২৫; নাসায়ী, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ : ১০২

*****

أذكارالصباح والمساء

সকাল-সন্ধ্যার মাসনূন যিকর

ফাদীলাত : হযরত আনাস রদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرونَ اللهَ، مِنْ صَلاةِ الغَداةِ حتى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَةً مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيْلَ، وَلَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرونَ اللهَ، مِنْ صَلاةِ الْعَصْرِ إِلى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَةً.

ফাজরের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত এবং আসরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কিছু লোকের সাথে বসে আল্লাহর যিকর করা আমার কাছে হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালামের বংশের চারজন দাস মুক্ত করার চেয়েও বেশি প্রিয়। সুনানু আবি দাউদ : ৩৬৬৭

এক : আয়াতুল কুরসী

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَه مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِه يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا

يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِه اِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَا يَـُٔوْدُه حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ.

ফাদীলাত : রসূলুল্লহ সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ قَالَها حِيْنَ يُصْبِحُ أُجِيْرَ مِنَ الْجِنِّ حَتَّى يُمْسِيَ وَمَنْ قَالَها حِيْنَ يُمْسِيْ أُجِيْرَ مِنْهُمْ حَتَّى يُصْبِحَ.

কেউ সকাল বেলা আয়াতুল কুরসী পড়লে সন্ধ্যা পর্যন্ত জিনদের হাত থেকে নিরাপদ থাকবে। সন্ধ্যাবেলা পড়লে সকাল পর্যন্ত নিরাপদ থাকবে। মুসতাদরাকু হাকিম : ১/৫৬২

দুই : সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস (তিনবার)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّه كُفُوًا اَحَدٌ.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ.

ফাদীলাত : রসূলুল্লহ সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَاتٍ حِيْنَ يُصْبِحُ وَحِيْنَ يُمْسِي كَفَتْهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ .

কেউ সকাল-সন্ধ্যা তিন তিন বার এ তিনটি সূরা পড়লে এ সূরাগুলো তার জন্য সবকিছুর অনিষ্ট থেকে যথেষ্ট হবে। সুনানু আবি দাউদ : ৫০৮২

তিন : (একবার)

يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ أَصْلِحْ لِي شَأْنِيَ كُلَّهُ وَلاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ.

মুসতাদরাকু হাকিম : ১/৫৪৫

চার : (সকালে একবার)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْماً نافِعاً، وَرِزْقاً طَيِّباً، وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً.

ইবনুস সুন্নী : ৫৪; সুনানু ইবনি মাজাহ : ৯২৫

পাঁচ : সাইয়িদুল ইসতিগফার (একবার)

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَ أَنَا عَبْدُكَ، وَ أَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْلِي فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنوبَ إِلاَّ أَنْتَ.

ফাদীলাত : রসূলুল্লহ সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ قَالَهَا مُوْقِنًا بِهَا حِيْنَ يُمْسِي فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ وكَذَالِكَ إِذَا أَصْبَحَ.

কেউ পূর্ণ একিনের সাথে সন্ধ্যায় এটি পড়লে ওই রাতে মারা গেলে অবশ্যই জান্নাতে যাবে। সকালে পড়লে ওই দিন

মারা গেলে অবশ্যই জান্নাতে যাবে। সহীহ বুখারী : ৬৩০৬

ছয় : (একবার)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْعَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَينِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي.

সুনানু আবূ দাউদ : ৫০৭৪; সুনানে ইবনে মাজাহ : ৩৮৭১

সাত : (একবার)

اللَّهُمَّ عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطانِ وَشِرْكِهِ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءاً، أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ.

জামি তিরমিযী : ৩৩৯২; সুনানু আবি দাউদ : ৫০৬৭

আট : (সকালে পড়বে)

اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ.

(সন্ধ্যায় পড়বে)

اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيْر.

বুখারী, আল আদাবুল মুফরাদ : ১১৯৯; জামি তিরমিযী : ৩৩৯১

নয় : (সকালে পড়বে)

اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ.

(সন্ধ্যায় পড়বে)

اللَّهُمَّ مَا أَمْسَى بِي مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ.

ফাদীলাত : রসূলুল্লহ সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ قَالَها حِيْنَ يُصْبِحُ فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ يَوْمِهِ وَمَنْ قَالَها حِيْنَ يُمْسِيْ فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ لَيْلَتِهِ.

কেউ সকালে এ দুআ পড়লে সে যেন সারাদিনের শুকরিয়া আদায় করে ফেলল। সন্ধ্যায় পড়লে যেন সারা রাতের শুকরিয়া আদায় করে ফেলল। সুনানু আবি দাউদ : ৫০৭৫; নাসায়ী, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ : ৭

দশ : (সকালে পড়বে)

أَصْبَحْنا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلاَمِ، وَعَلَى كَلِمَةِ الْإِخْلاَصِ، وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صلى

الله عليه وسلم، وَعَلَى مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً مُسْلِماً، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشرِكِينَ.

(সন্ধ্যায় পড়বে)

أَمْسَيْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلاَمِ، وَعَلَى كَلِمَةِ الْإِخْلاَصِ، وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، وَعَلَى مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً مُسْلِماً، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشرِكِين.

মুসনাদু আহমাদ : ১৫৩৬০; ইবনুস সুন্নী : ৩৪

এগার : (সকালে পড়বে)

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ فَتْحَهُ، وَنَصْرَهُ، وَنورَهُ، وَبَرَكَتَهُ، وَهُدَاهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ.

(সন্ধ্যায় পড়বে)

أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَه اللَّيْلَةِ فَتْحَها، وَنَصْرَها، وَنورَها، وَبَرَكَتَها، وَهُدَاها، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيها وَشَرِّ مَا بَعْدَها.

সুনানু আবি দাউদ : ৫০৮৪

বার : (সকালে পড়বে)

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَخَيرَ مَا بَعْدَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّمَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِوَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ.

(সন্ধ্যায় পড়বে)

أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ

وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذَه اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَها، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذَه اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَها، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِوَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ.

সহীহ মুসলিম : ২৭২৩

তের : (তিনবার)

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي السّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

.

ফাদীলাত: রসূলুল্লহ সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ قَالَهَا ثَلَاثًا إِذَا أَصْبَحَ، وَثَلَاثًا إِذَا أَمْسَى لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ .

কেউ সকালে তিন বার এবং সন্ধ্যায় তিন বার এ দুআ পড়লে কোনও কিছুই তার ক্ষতি করতে পারবে না। সুনানু আবি দাউদ : ৫০৮৮; জামি তিরমিযী : ৩৩৮৮; মুসনাদু আহমাদ : ৪৪৬

চৌদ্দ : (তিনবার)

رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّاً، وَبِالْإِسْلاَمِ دِيناً، وَبِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم نَبِيّاً.

ফাদীলাত : রসূলুল্লহ সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ قَالَهَا ثَلَاثًا حِيْنَ يُصْبِحُ، وثَلَاثًا حِيْنَ يُمْسِيْ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

কেউ সকালে তিন বার এবং সন্ধ্যায় তিন বার এ দুআ পড়লে কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাআলা তাকে অবশ্যই সন্তুষ্ট করবেন। মুসনাদু আহমাদ : ১৮৯৬৭; সুনানু আবি দাউদ : ১৫৩১; জামি তিরমিযী : ৩৩৮৯

পনের : (তিনবার)

اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ، وَالفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ.

সুনানু আবি দাউদ : ৫০৯২; মুসনাদু আহমাদ : ২০৪০৩; নাসায়ী, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ : ২২

ষোল : (সকালে তিনবার)

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ.

সহীহ মুসলিম : ২৭২৬

সতের : (সন্ধ্যায় তিনবার)

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.

ফাদীলাত : রসূলুল্লহ সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ قَالَ حِيْنَ يُمْسِيْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ : أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ تَضُرَّهُ حُمَةٌ تِلْكَ اللَّيْلَةَ.

কেউ সন্ধ্যায় তিন বার এ দুআটি পড়লে ওই রাতে কোনো কিছুর বিষ তার

কোনও ক্ষতি করবে না। মুসনদু আহমাদ : ৭৮৯৮ নাসায়ী, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ : ৫৯০

আঠার : (সকালে চারবার পড়বে)

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ، وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ، وَمَلاَئِكَتَكَ، وَجَمِيعَ خَلْقِكَ، أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ.

(সন্ধ্যায় চারবার পড়বে)

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَمْسَيْتُ أُشْهِدُكَ، وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ، وَمَلاَئِكَتَكَ، وَجَمِيعَ خَلْقِكَ، أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ.

ফাদীলাত : রসূলুল্লহ সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ قَالَها حِيْنَ يُصْبِحُ، أَو يُمْسِيْ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَعْتَقَهُ اللهُ مِنَ النَّارِ.

কেউ এই দুআটি সকালে চারবার বা সন্ধ্যায় চারবার পড়লে আল্লাহ তাআলা তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবেন। সুনানু আবি দাউদ: ৫০৭১

উনিশ : (সাতবার)

حَسْبِيَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيهِ تَوَكَّلتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.

ফাদীলাত: রসূলুল্লহ সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُصْبِحُ، وحِيْنَ يُمْسِيْ سَبْعَ مَرَّاتٍ كَفَاهُ اللهُ مَا أَهَمَّهُ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

কেউ সকালে সাত বার এবং সন্ধ্যায় সাত বার এ দুআ পড়লে আল্লাহ তার দুনিয়া ও আখিরাতের সকল দুশ্চিন্তার জন্য যথেষ্ট

হয়ে যাবেন। ইবনুস সুন্নী : ৭১; সুনানু আবি দাউদ: ৫০৮

বিশ : (দশবার)

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ.

ফাদীলাত : রসূলুল্লহ সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ حِيْنَ يُصْبِحُ عَشْرًا وحِيْنَ يُمْسِيْ أَدْرَكَتْهُ شَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

কেউ সকালে দশবার এবং সন্ধ্যায় দশবার আমার ওপর দরুদ পাঠ করলেন কিয়ামতের দিন সে আমার শাফাআত

পাবে। মাজমাউয যাওয়াইয়িদ : ১০/১২০; সহীহুত তারগীব : ১/২৭৩

একুশ : (১০০বার)

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ.

সহীহ মুসলিম : ২৬৯২

বাইশ : (১০০বার বা ১০বার, অলসতা লাগলে মাত্র একবার)

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

ফাদীলাত : রসূলুল্লহ সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ قَالَهَا فِيْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَه ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ.

কেউ দিনের বেলা একশ বার এ দুআটি পড়লে দশটি দাস মুক্ত করার সমপরিমাণ সাওয়াব পাবে। তার নামে একশটি সওয়াব লেখা হবে। একশটি গোনাহ ক্ষমা করা হবে। সে দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত শাইতনের

হাত থেকে নিরাপদ থাকবে। (কিয়ামতের দিন) তার চেয়ে উত্তম আমাল নিয়ে আর কেউ আসবে না। যদি না কেউ এ দুআটি তার চে বেশি পড়ে। সহীহ বুখারী : ৩২৯৩; সহী মুসলিম : ২৬৯১

তেইশ : (১০০ বার)

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ.

সহীহ বুখারী : ৬৩০৭; সহী মুসলিম : ২৭০২

*****

সহজ বারটি যিকির যা সব সময়ই পড়া যায়

এক :

سُبْحَانَ اللَّهِ

ফাদীলাত : রসূলুল্লহ সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أَيَعْجَزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ : كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ قَالَ يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيْحَةٍ، فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفَ حَسَنَةٍ أو يُحَطُّ عنهُ أَلْفُ خَطِيْئَةٍ.

তোমাদের কেউ কি প্রতিদিন এক হাজার নেকি অর্জন করতে পারবে? উপস্থিত একজন বললেন, প্রতিদিন এক হাজার নেকি কীভাবে অর্জন করবো? উত্তরে বললেন, যে ব্যক্তি (প্রতিদিন) ১০০ বার سُبْحَانَ اللَّهِ বলবে তার জন্য এক হাজার নেকি লেখা হবে অথবা তার এক হাজার গুনাহ ক্ষমা করা হবে। সহীহ মুসলিম : ২৬৯৮

দুই :

اَلْحَمْدُ للهِ

ফযিলত : রসূলুল্লহ সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

اَلْحَمْدُ لله تَمْلَأُ الْمِيْزَانَ.

'আলহামদুলল্লিাহ' নেকির পাল্লা (সাওয়াব দিয়ে) ভরে ফেলে। সহীহ মুসলিম : ২২৩

তিন :

لا إلَه إلَّا اللهُ

ফাদীলাত : রসূলুল্লহ সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أَفْضَلُ الدُّعَاءِ : اَلْحَمْدُ للهِ وَ أَفْضَلُ الذِّكْرِ: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ.

সর্বোত্তম দুআ হল **اَلْحَمْدُ لِلَّه** এবং সর্বোত্তম যিকর হল **لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ** । জামিউত তিরমিযী : ৩৩৮৩; সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩৮০০; মুসতাদরাকু হাকিম : ১/৫০৩

চার :

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ.

ফাদীলাত : রসূলুল্লহ সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، فِيْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، حُطَّتْ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ.

কেউ দৈনিক ১০০ বার **سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ** বললে তার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে যদিও তা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয়। সহীহ বুখারী : ৬৪০৫; সহীহ মুসলিম : ২৬৯১

পাঁচ :

سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ، وَبِحَمْدِهِ

ফাদীলাত : রসূলুল্লহ সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الجَنَّةِ.

কেউ একবার **سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ** বললে (এর বিনিময়ে) জান্নাতে তার জন্য একটি খেজুর গাছ রোপন করা হয়। জামিউত তিরমিযী : ৩৪৬৪; মুসতাদরাকু হাকিম : ১/৫০১

ছয় :

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ.

ফাদীলাত : রসূলুল্লাহ সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمنِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ العظيمِ.

এমন দুটি বাক্য আছে, যা বলতে সহজ তবে মীযানের পাল্লায় ভারী এবং করুণাময় আল্লাহর নিকট অতি প্রিয়। তা হচ্ছে, **سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحانَ**

اللَّهِ الْعَظِيمِ সহীহ বুখারী : ৬৪০৪; সহী মুসলিম : ২৬৯৪

সাত :

سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ.

ফাদীলাত : রসূলুল্লহ সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لأَنْ أَقُولَ : سُبْحَانَ اللهِ، وَالحَمْدُ للهِ، وَلا إلهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ.

আমার কাছে সারা দুনিয়া অপেক্ষা এ বাক্যগুলো বলা অধিক পছন্দনীয়। সহী মুসলিম : ২৬৯৫

আট :

سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ.

মুসনাদু আহমাদ : ৫১৩; মাজমাউয যাওয়ায়িদ : ১/২৯৭

নয় :

لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ.

ফাদীলাত : হযরত আব্দুল্লাহ বিন কায়িস রদিয়াল্লহু আনহু বলেন, একদিন রসূলুল্লহ সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন,

أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الجَنَّةِ؟ فَقُلْتُ : بَلَى يَا رسولَ الله قَالَ : لاَ حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللهِ.

আমি কি তোমাকে জান্নাতের এক রত্নভাণ্ডার সম্পর্কে অবহিত করব? আমি বললাম, অবশ্যই, হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, তুমি বল,

لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ.

সহীহ বুখারী : ৪২০৬; সহীহ মুসলিম : ২৭০৪

দশ :

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

ফাদীলাত : রসূলুল্লহ সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ قَالَهَا فِيْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ،

وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَه ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ.

কেউ দিনের বেলা একশ বার এ দুআটি পড়লে দশটি দাস মুক্ত করার সমপরিমাণ সওয়াব পাবে। তার নামে একশটি সওয়াব লেখা হবে। একশটি গোনাহ ক্ষমা করা হবে। সে দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত শাইতনের হাত থেকে নিরাপদ থাকবে। (কিয়ামাতের দিন) তার চেয়ে উত্তম আমাল নিয়ে আর কেউ আসবে না। যদি না কেউ এ দুআটি তার চে বেশি পড়ে। সহীহ বুখারী : ৩২৯৩; সহীহ মুসলিম : ২৬৯১

এগার :

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ.

ফাদীলাত : রসূলুল্লহ সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا.

যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দুরুদ পড়বে আল্লাহ তাআলা তার ওপর দশটি রহমত নাযিল করবেন। সহীহ মুসলিম : ৩৮৪

বার :

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ القَيُّومُ وَ أَتُوبُ إِلَيهِ.

সুনানু আবি দাউদ : ১৫১৭; জামিউত তিরমিযী : ৩৫৭৭; মুসতাদরাকু হাকিম : ১/৫১১

*****

আসমাউল হুসনা-আল্লাহর নিরানব্বই নাম

ফাদীলাত : রসূলুল্লহ সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لِلَّهِ تِسْعَةٌ وتِسْعُونَ اسْمًا، مَن حَفِظَها دَخَلَ الجَنَّةَ.

আল্লাহ তাআলার নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি ওই নামগুলোকে মুখস্থ করবে সে জান্নাতে যাবে। সহীহ বুখারী : ৬৪১০; সহী মুসলিম : ২৬৭৭

জামিউত তিরমিযীতে নামগুলো এভাবে এসেছে,

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الْحَكَمُ الْعَدْلُ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ الْحَلِيمُ الْعَظِيمُ الْغَفُورُ الشَّكُورُ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ الْحَفِيظُ الْمُقِيتُ الْحَسِيبُ الْجَلِيلُ الْكَرِيمُ الرَّقِيبُ الْمُجِيبُ الْوَاسِعُ الْحَكِيمُ الْوَدُودُ الْمَجِيدُ الْبَاعِثُ الشَّهِيدُ

الْحَقُّ الْوَكِيلُ الْقَوِيُّ الْمَتِينُ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ الْمُحْصِي الْمُبْدِئُ الْمُعِيدُ الْمُحْيِي الْمُمِيتُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الْوَاجِدُ الْمَاجِدُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ الْمُقَدِّمُ الْمُؤَخِّرُ الْأَوَّلُ الْآخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَالِي الْمُتَعَالِي الْبَرُّ التَّوَّابُ الْمُنْتَقِمُ الْعَفُوُّ الرَّءُوفُ مَالِكُ الْمُلْكِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ الْمُقْسِطُ الْجَامِعُ الْغَنِيُّ الْمُغْنِي الْمَانِعُ الضَّارُّ النَّافِعُ النُّورُ الْهَادِي الْبَدِيعُ الْبَاقِي الْوَارِثُ الرَّشِيدُ الصَّبُورُ.

জামিউত তিরমিযী : ৩৫০৭

*****

যিকরের ফযিলত

আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَاذْكُرُوْنِيْ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ.

তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব। তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অকৃতজ্ঞ হয়ো না। সূরা বাকারা : ১৫২

আয়াত থেকে শিক্ষা

বান্দা যখনই আল্লাহর যিকর করে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তাকে স্মরণ করেন। বান্দার

জন্য এর চেয়ে বড় সৌভাগের বিষয় আর কী হতে পারে?

وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا .

যেসব নারী পুরুষ অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকর করে তাদের জন্য তিনি ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন। সূরা আহযাব : ৩৫

আয়াত থেকে শিক্ষা

আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কার লাভের একটি উপায় হল অধিক পরিমাণে যিকর করা।

فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ.

তারা যা বলে আপনি তার ওপর ধৈর্য ধারণ করুন এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে আপনার রবের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন। সূরা কাফ : ৩৯

وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ.

(আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ) রাতের শেষ প্রহরে আল্লাহর কাছে ইসতিগফার করে। সূরা যারিয়াত : ১৮

আয়াত থেকে শিক্ষা

সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে তাসবীহের বাক্যগুলো বেশি পড়া চাই এবং শেষ রাতে ইসতিগফারের বাক্যগুলো বেশি পড়া চাই।

فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ.

এরপর যখন নিরাপদ হয়ে যাও তখন আল্লাহর যিকর করো যেভাবে তিনি তোমাদেরকে শিখিয়েছেন, যা তোমরা জানতে না। সূরা বাকারা : ২৩৯

وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدٰىكُمْ.

তোমরা আল্লাহর যিকর করো তিনি যেভাবে তোমাদেরকে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। সূরা বাকারা : ১৯৮

আয়াত থেকে শিক্ষা

আল্লাহর যিকর আল্লাহ ও তাঁর রসূল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশিত পদ্ধতিতেই করতে হবে। নিজেদের মনগড়া পদ্ধতিতে করলে হবে না।

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ.

আপনি আপনার রবকে স্মরণ করুন মনে মনে, অনুনয় বিনয় ও ভীতিসহকারে, অনুচ্চস্বরে, সকাল-সন্ধ্যায়। আপনি উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। সূরা আরাফ : ২০৫

আয়াত থেকে শিক্ষা

যিকর করার সময় অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকবে এবং যিকর করা হবে মনে মনে অথবা অনুচ্চস্বরে। উচ্চস্বরে বা চিৎকার করে যিকর করা যাবে না। এটি যিকরের শারীয়াহ সম্মত পদ্ধতি নয়।

রসূলুল্লহ সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ، وَالَّذِي لاَ يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ .

যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকর করে আর যে করে না তাদের একজন যেন জীবিত আর অপরজন মৃত। সহী বুখারী, হাদীস : ৬৪০৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ৭৭৯

হাদীস থেকে শিক্ষা

আল্লাহর যিকর দেহের জন্য রুহের মতো। বান্দা যতক্ষণ আল্লাহর যিকর করে ততক্ষণ যেন সে জীবিত আর যতক্ষণ যিকর থেকে গাফেল থাকে ততক্ষণ যেন মৃত।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ شَرَائِعَ الإِسْلاَمِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ، فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ، قَالَ : لاَ يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْباً مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ.

হযরত আবদুল্লাহ বিন বুসর রদিয়াল্লহু আনহু বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি (রসূলুল্লহ সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে) আরয করল, হে আল্লাহর রসূল! ইসলামের (নফল) হুকম-আহকাম তো অনেক। (তার মধ্য থেকে) আমাকে এমন একটি আমাল বলে দিন যা আমি শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে রাখবো।

রসূলুল্লহ সল্লল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমার জিহবা যেন সারাক্ষণ আল্লাহর যিকরে সজীব থাকে। জামিউত তিরমিযী, হাদীস : ৩৩৭৫

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَ أَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي.

আল্লাহ তাআলা বলেন : আমার বান্দা আমার ব্যাপারে যেরূপ ধারণা করে আমি তার সাথে তদ্রূপ আচরণ করি। যখনই সে আমাকে স্মরণ করে আমি তার সঙ্গে

থাকি। সহীহ বুখারী, হাদীস : ৬৪০৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ৭৭৯

হাদীস থেকে শিক্ষা

সব সময় মুখে কোনো না কোনো যিকর করতে থাকা বিরাট মর্যাদাপূর্ণ একটি আমাল। এর মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ তাআলার বিশেষ সান্নিধ্য লাভ করে।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রদিয়াল্লহু আনহু নিম্নোক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন,

وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ .

যে সব নারী পুরুষ অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকর করে। সূরা আহযাব : ৩৫

'অধিক পরিমাণে যিকর করে' বলে উদ্দেশ্য, তারা প্রত্যেক নামাযের পর, সকালে, সন্ধ্যায়, যখন ঘুমোতে যায়, যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হয়, যখন ঘর থেকে বের হয় এবং যখন ঘরে ফিরে আসে সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকর করে। আল আযকার : ১০

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেন, ফেরেশতারা যখন আপনার নাম যিকরকারীদের মধ্যে লিপিবদ্ধ করেন তখন আপনি যদি তাঁদের কলমের আওয়াজ শুনতে পেতেন তাহলে যিকরের প্রতি অত্যাধিক ভালোবাসার কারণে মারাই যেতেন।

তিনি আরও বলেন, রাস্তা ঘাটে, ঘরে, সফরে, মাঠে ময়দানে তথা সর্বত্র আল্লাহর যিকর করার দ্বারা কিয়ামাতের দিন বান্দার পক্ষে সাক্ষ্য দানকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। কারণ, (যেখানে যেখানে যিকর করা হয়েছে ওসব) মাঠ-ঘাট, বাড়ি-ঘর, পাহাড়-পর্বত ও জমি সবই কিয়ামাতের দিন যিকরকারীর পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। আল ওয়াবিলুস সাইয়িব : ৮১

শাইখ আবদুল আজীজ তারিফী ফাক্কাল্লাহু আসরাহু বলেন, 'সত্যিকার প্রসিদ্ধি' (যা আপনার জন্য উপকারী হবে) তা ওটাই যা আসমানে হয়। আর এর

অন্যতম উপায় হল, অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকর করা। হাদীসে কুদসিতে আল্লাহ তাআলা বলেন, বান্দা আমাকে মনে মনে স্মরণ করলে আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি। সে কোনো মাজলিসে স্মরণ করলে তার মাজলিস অপেক্ষা উত্তম মাজলিসে আমি তাকে স্মরণ করি।

হে আল্লাহ! আমাদের সবাইকে আপনার অধিক পরিমাণে যিকরকারী বান্দাদের মধ্যে শামিল করে নিন। আমীন

*****